**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ অনুদান,**

**ছাত্র/ ছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ এবং**

**এনএসটি ফেলোশিপের চেক প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০১ ফাল্গুন ১৪২০, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার উৎকর্ষে আয়োজিত আজকের এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি অভ্যাগত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রতি বছরের মত এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষ করে ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় অনুদান এবং বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপের জন্য নির্বাচিত ফেলো ও বিজ্ঞানীগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জনের মাস। প্রথমেই আমি স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের। যাঁরা মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ভাষা শহীদদের এ ত্যাগের মহিমায় একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

অগ্রসরমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আগামী দিনে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রযুক্তি নির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, দারিদ্র্যমুক্ত, মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমাদের জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুধিবৃন্দ,

বিজ্ঞানমনষ্ক জাতি গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরিই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে এমফিল, পিএইচডি ও পিএইচডি উত্তর পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী ও গবেষকগণের মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৪৩৩ জন ছাত্র/ছাত্রী গবেষকগণের মধ্যে ১৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০০১ জন ছাত্র/ছাত্রী ও গবেষককে ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

            ফেলোশিপের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ গঠনে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে আমি বিশ্বাস করি। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৭৮৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দিন বদলের জন্য নিত্য নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই আমরা উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনষ্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দিতে হয়। দেশের সাধারণ নাগরিকদের দেয়া ট্যাক্সের অর্থ থেকে গবেষণা অনুদান এবং ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। এ সহায়তা আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে যাতে সহায়ক হয় সে বিষয়ে গবেষক ও শিক্ষার্থীগণকে সর্বোচ্চ শ্রম ও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাই।

এ প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়নে আমাদের জাতির পিতা সদ্য স্বাধীন দেশে যেভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সে পথ অনুসরণ করে আমাদের সরকারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানসহ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে।

প্রিয় সুধি,

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করেছি। সর্বস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাসূচি চালু করে বিশ্বমানের আধুনিক মানুষ গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অপপ্রচার ও গুজব নির্ভরতা এবং সব ধরনের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামী মুক্ত হয়ে প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী, সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে দূরে রেখে এর আগে যেভাবে তাদের খেয়াল খুশীর ক্রীড়নক বানিয়ে রেখে ছিল, এখন থেকে তা আর সম্ভব হবে না।

শিক্ষানবীশ গবেষকবৃন্দ,

আমাদের সরকারের বিগত শাসনামলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি। ‘‘প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত'' বাংলাদেশ গড়ায় অনন্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের অনেক আগেই ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ সম্পন্ন করেছি। মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ‘‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'' উৎক্ষেপণের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। যথাযথ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় বিভিন্ন গবেষণা কর্মের উপর আন্তর্জাতিক জার্নালে ৪৪০টি এবং দেশীয় জার্নালে ৩৭৪টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ১৪টি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রে ১০ লক্ষের অধিক রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। যা থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা আয় সম্ভব হয়েছে। প্রায় ২৮ হাজারটি খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করে ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ১ হাজার ১৪০ জনকে পরমাণু বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে সচেতন ও নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হবে। সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। উভয় দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করবে। বাংলাদেশ-মরক্কো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা চুক্তিও আমাদের বিগত সরকারের সময়ে স্বাক্ষর হয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা তোশা ও দেশী পাটের জীনতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ‘‘মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি'' স্থাপন এবং ২৯টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী বস্ত্ত সংগ্রহ হয়েছে। তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের লক্ষ্যে ১৬৯টি বিজ্ঞান ক্লাবকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের বিজ্ঞানীরা ছাগল খামার তৈরীর জন্য মাইক্রোস্যাটেলাইট ডিএনএ বিশ্লেষণ করে জেনেটিক বৈচিত্র স্টাডি সম্পন্ন করেছেন। জীব-প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে খরা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন।

ধানের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার উদ্ভাবন করেছেন। হিউম্যান ডিএনএ প্রোফাইলিং সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বস্ত্র, চামড়া ও ডিটারজেন্ট শিল্পে ব্যবহারের জন্য এনজাইম তৈরী সম্ভব হয়েছে।

প্রিয় বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থী গবেষকমন্ডলী,

আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সরকারের সময়ে মোবাইল ফোনকে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করতে সুলভ মূল্যে গ্রাহক সেবা দানের ব্যবস্থা করি। কম্পিউটারের শুল্কহার হ্রাস করে এর মূল্য তিন ভাগের একভাগে নামিয়ে আনি। এর ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সার্বজনীন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি হাতে কলমে শিক্ষা দিতে কম্পিউটার প্রদান করি। শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি পাঠদান পদ্ধতি সহজ ও আনন্দদায়ক করতে দেশব্যাপী ২০ হাজার ৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারিত করি। অন্যদিকে ল্যান্ড টেলিফোনের চার্জ হ্রাস, দাপ্তরিক কর্মকান্ড ও অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা অন-লাইনে করে দেই। এতে মানুষের জীবনযাত্রা যেমন সহজ হয়, তেমনি সেবা গ্রহনকারীরাও প্রযুক্তির সংস্পর্শে এসে পুরাতন ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে ক্রমেই বিজ্ঞান মনষ্ক হতে পারছেন।

উপস্থিত সুধি,

আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন করা সফটওয়ার যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ও প্রবন্ধ প্রকাশনায় আমাদের বিজ্ঞানীদের উপস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞান চর্চায় সম্মান বয়ে এনেছে। দেশে-বিদেশে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানীরা সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে কাজ করছেন। যা বিশ্বে আমাদেরকে বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

আমাদের সরকার বরাবরই বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিজ্ঞানচর্চা বান্ধব নীতি প্রণয়নে সর্বোচ্চ আন্তরিক।

আসুন আমরা সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তুলি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।